সংবাদ

তারিখ 19 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৩

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাজিরা দিচ্ছে এক শিক্ষার্থী -সংবাদ

বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ

স্কুলে উপস্থিতিতে ডিজিটালের ছোঁয়া

প্রতিনিধি, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের তিন বিদ্যালয়ে বদলে যাচ্ছে হাজিরা নেওয়ার পদ্ধতি। এখন খাতা-কলমের পরিবর্তে উপস্থিতি গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হবে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি। ডিজিটাল এ হাজিরা পদ্ধতিতে শ্রেণী কার্যক্রমের সময় যেমন বেড়ে যাবে তেমনি মাসিক ও গড় হাজিরা বের করা, বিদ্যালয়ে প্রবেশ ও বের হওয়ার মুহূর্ত ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে সন্তানের অবস্থান জেনে যাবে অভিভাবকরা।

নতুন বছরের শুরুতে উপজেলার কুমিরা আবাসিক বালিকা স্কুল এন্ড কলেজ, শীতলপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও এমএ কাসেম রাজা উচ্চ বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক প্রযুক্তির যন্ত্র সংযোজন করা হয়। কার্যক্রম শুরু না হলেও অল্প সময়ে কাজ শুরু করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ।

উপজেলা-মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ হাজিরা পদ্ধতিতে ব্যবহারে শ্রেণী শিক্ষকদের কাজ কমে যাবে। হাজিরা ডাকতে হবে না ফলে শ্রেণীতে প্রথম পিরিয়ডে পাঠ কার্যক্রমের সময় বেড়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা আরও বেশি উপকৃত হবে। তিনি আরও বলেন, এতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি যেমন বাড়বে, শিক্ষার্থীরা পড়াশুনায় আরো মনোযোগী হবে। এছাড়া জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়া রোধে কোন শিক্ষার্থী ১০ দিন অনুপস্থিত থাকলে তা সফটওয়্যারের মাধ্যমে এক ক্লিকে (খুব সহজে) বের করে অভিভাবকদের জানানো যাবে। এতে অভিভাবকরা তার সন্তানের প্রতি আরও সতর্ক দৃষ্টি দিতে পারবেন। শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, বায়োমেট্রিক ডিভাইস স্থাপনে বিদ্যালয় থেকে ব্যয় করতে হচ্ছে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। প্রতি শিক্ষার্থীর অভিভাবককে দৈনিক দুটি করে ক্ষুদেবার্তা পাঠানো হবে। মাসিক গড়ে ২০ দিন শ্রেণী কার্যক্রম হলে তাতে ক্ষুদেবার্তাসহ খরচ পরবে ১৫ থেকে ২০ টাকা। সরেজমিনে দেখা যায়, এমএ কাসেম রাজা উচ্চবিদ্যালয়ে দুটি ডিভাইস বসানো হয়েছে। নিচতলায় বারান্দায় বসানো ডিভাইসে ছাত্রীদের ও দ্বিতীয় তলার ডিভাইসে ছাত্রদের হাজিরা নেওয়া হবে। এছাড়া শীতলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নিচতলার একটি শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ও কুমিরা আবাসিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের বারান্দায় একটি করে ডিভাইস বসানো হয়েছে।

শীতলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র মোঃ সাইফুল, এমএ কাসেম রাজা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী খাদিজা আক্তার ও কুমিরা আবাসিক বালিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী নাহিমা আক্তার বলেন, ডিভাইসটি সম্পর্কে শিক্ষকরা তাদের বলেছেন হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করে হাজিরা নেয়া হবে। কুমিরা আবাসিক বালিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ নাছির উদ্দিন বলেন, এই পদ্ধতিতে সময় এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

বায়োমেট্রিক্স ডিভাইস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান জাভা সফটওয়্যার ফার্ম এর ইঞ্জিনিয়ার তোফায়েল আহমেদ বলেন, তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের প্রাথমিকভাবে এক বছরের চুক্তি হয়। দুই টাকা হারে সার্ভিস চার্জের বাইরে বিদ্যালয় থেকে অতিরিক্ত ফি দিতে হবে না।